Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.01-08
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রাসেলের বর্ণনাতত্ত্ব: একটি আলোচনা

রাজিবুল ইসলাম
সহকারি অধ্যাপক, দুর্গাপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
According to Russell knowledge is of two types, knowledge by description and knowledge by acquaintance. When we use a common or a proper name, actually we use descriptions. These descriptions are of two types, definite description (the-so-and-so type) and indefinite description (a-so-and-so type). This paper is concerned with a critical analysis of definite description. When a definite description is not occurred in a statement it cannot designate any object. We cannot substitute any name in place of a definite description. Definite description cannot be regarded as proper name. Even all the expressions figuring as proper name are not proper name in logical sense. In fact, such type of expressions is concealed description. A statement with a definite description is complex statement and when it is dissected the definite description disappears. It is actually a predicative expression. But, Frege says that definite description is like a proper name because a definite description has always a sense as well as reference as a proper name has. A definite description can be used as the subject of an expression independently. It is complete expression and a complete expression is always a name of an object designated by it. Definite description, like proper name, designates an object and can be used independently as the subject of a statement.

Key words: Knowledge, Description, Proper name, Sense, Reference, Complete expression

রাসেলের দর্শনের মূল ভিত্তিস্বরূপ দুটি বিষয় হল- তত্ত্ববিদ্যা (Ontology) এবং জ্ঞানতত্ত্ব (The theory of knowledge)। তিনি জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে 'জানা' এই ক্রিয়াপদটিকে দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রথমটি হল কোন সত্যতার বিষয়কে জানা (Knowledge of Truth) এবং দ্বিতীয়টি, কোন বস্তুকে জানা (Knowledge of things)।[1] রাসেলের মতে আমরা কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারি দুরকম উপায়ে- বর্ণনার দ্বারা এবং পরিচিতির দ্বারা (knowledge by description and knowledge by acquaintance)।[2] এই বর্ণনাতত্ত্ব হল এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

রাসেলের মতে, আমরা যখন কোন সাধারণ পদ বা কোন বিশিষ্ট নাম দ্বারা কোন ব্যাক্তি (Object) সম্পর্কে কিছু বলি, তখন আসলে আমরা ঐ ব্যাক্তিটির বর্ণনা করি। এরূপ বর্ণনাগুলি প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যাক্তির গুণের বর্ণনা। ব্যাক্তির উপর আরোপিত এই বর্ণনাগুলি রাসেলের মতে বিভিন্ন ব্যাক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন হতে

পারে। কিন্তু যে ব্যাক্তির উপর বর্ণনাগুলি আরোপ করা হয় সেই ব্যাক্তিটি বিভিন্ন ব্যাক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন হয়না, ব্যাক্তিভেদে অপরিবর্তিত থাকে।[3]

রাসেলের বলেন, আমরা যদি কোন বস্তু সম্পর্কে পূর্ব থেকে পরিচিত না হই তাহলেও ঐ বস্তুর উপর বর্ণনা আরোপ করতে পারি।[4] যেমন, জুলিয়াস সিজার পুর্ব থেকে আমাদের পরিচিত ন্য়, তথাপি আমরা তাঁর সম্পর্কে কিছু অবধারন গঠন করতে পারি। যেমন, আমরা বলতে পারি 'The founder of the Roman Empire', বা 'The man who was assassinated on the Ideas of march' ইত্যাদি।

রাসেল এই রূপ বর্ণনাকে নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট ভেদে দুই ভাগে ভাগ করেন। অনির্দিষ্ট বর্ণনা (Indefinite description) হল ইংরেজি ভাষার ব্যাবহৃত 'a- so- and-so' আকারের একটি শব্দগুচ্ছ এবং নির্দিষ্ট বর্ণনা (Definite description) হল 'the- so- and- so' আকারের শব্দগুচ্ছ।[5] তিনি অনির্দিষ্ট বর্ণনাকে অস্পষ্ট (ambiguous) বলেছেন। বাংলা ভাষায় নির্দিষ্ট বর্ণনার ক্ষেত্রে 'টি' শব্দের ব্যাবহার হয়, যেমন, মানুষটি। এই প্রবন্ধের আলোচনার সুবিধার্থে নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট বর্ণনার উদাহরণগুলি ইংরেজিতে দেওয়া হল। অনির্দিষ্ট বর্ণনার উদাহরণে বলা যায়- a man, a dog, a minister ইত্যাদি। অপরদিকে নির্দিষ্ট বর্ণনার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় 'The man with the iron mask', 'The last person who came into room'. ইত্যাদি। রাসেলের জ্ঞানতত্ত্বে নির্দিষ্ট বর্ণনার আলোচনাই অনির্দিষ্ট বর্ণনার চেয়ে অধিক।

যখন আমরা বলি যে, 'The Prime Minister of India exixts' তখন আমরা আসলে বলতে চাই যে, ভারতে একটিই ব্যাক্তি আছে এবং তার বেশি নেই এবং ঐ ব্যাক্তির একটি নির্দিষ্ট গুণ (প্রধান মন্ত্রিত্ব) আছে, যা অন্য কোথাও নেই। কোন নির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে পরিচিত হলে আমরা জানতে পারি যে, বস্তুটির অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, কোন নির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে আমরা পরিচিত নই আথচ আমরা জানতে পারি যে বস্তুটির অস্তিত্ব আছে। যেমন, আমি তাজমহল সম্পর্কে পরিচিত নই কিন্তু জানি যে, তাজমহল অস্তিত্বশীল।

এই ধরনের নির্দিষ্ট বর্ণনাগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অর্থহীন অর্থাৎ যখন কোন বাক্যে এরূপ বর্ণনাগুলি অংশ নেয়না তখন তারা কোন ব্যাক্তি বা বস্তু (Object)-কে নির্দেশ করতে পারেনা। যেমন, 'The tallest building in New York'- এই নির্দিষ্ট বর্ণনাটি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট প্রাসাদের কথা বলেনা। এটি কেবলমাত্র নিউইয়র্কের একটি বিশেষ বাড়ির বর্ণনা এবং এরূপ বর্ণনার দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, নিউইয়র্কে একটি এবং কেবলমাত্র একটি বাড়ি আছে যাতে 'বৃহত্তমত্ত্ব'-এরূপ বিশিষ্ট গুণ বিদ্যমান, যে বিশিষ্ট গুনটি অন্য কোন বাড়ির মধ্যে নেই। তাই বলা যায়, 'The tallest building in New York'- এই নির্দিষ্ট বর্ণনাটি কোন বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোন বাড়িকে নির্দেশ (denote) করেনা। এটিই হল নির্দিষ্ট বর্ণনার বৈশিষ্ট।

রাসেলের মতে, আমাদের সাধারন ভাষায় ব্যাবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কোন ব্যাক্তি বা বস্তু বা গুণ বা সম্বন্ধ বা অন্য কিছুকে সর্বদা নির্দেশ করেনা। যেমন, পক্ষিরাজ ঘোড়া, সোনার পাহার- এরূপ শব্দগুলি, তাছাড়া 'অথবা', 'যদি', 'সকল'- এরূপ শব্দগুলিও কোন ব্যাক্তি বা বস্তু বা অন্য কিছুর নির্দেশ করেনা বা কিছুর নাম হিসেবেও ব্যাবহার হয়না।

যদি কোন বিশিষ্ট নাম কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাহলে ঐ ব্যাক্তি বা বস্তুই হবে ঐ বিশিষ্ট নামের অর্থ এবং সমস্ত প্রেক্ষিতেই ঐ বস্তুই হবে ঐ বিশিষ্ট নামের অর্থ। যদি 'সক্রেটিস' শব্দটিকে বিশিষ্ট নাম হিসেবে আমরা ধরে নিই তাহলে ঐ বিশিষ্ট নামটি সমস্ত প্রেক্ষিতেই কেবলমাত্র সক্রেটিস নামক ব্যাক্তিকেই নির্দেশ করবে, অন্য কোন ব্যাক্তির কথা নির্দেশ করবেনা। এর থেকে আমাদের মনে হতে পারে যে, বর্ণনাগুলি, যেমন 'The tallest building in New York' নিউইয়র্কের একটি নির্দিষ্ট বাড়ির কথাই নির্দেশ করে। 'The author of Waverley' Scott কেই নির্দেশ করে। তাই আমাদের আপাতভাবে মনে হতে পারে যে, সমস্ত নির্দিষ্ট বর্ণনাই হল বিশিষ্ট নাম। কিন্তু রাসেল বলেন যে, কোন নির্দিষ্ট বর্ণনাই বিশিষ্ট নাম নয়।[6]

আমাদের এরূপ মনে হয় যে, নির্দিষ্ট বর্ণনা সম্বলিত বাক্যগুলি যেমন, 'Scott is the author of Waverley' প্রকৃতপক্ষে ঘোষণা করে যে, 'Scott' এবং 'The author of Waverley' হল একই ব্যাক্তির দুটি নাম। কিন্তু রাসেল বলেন যে, এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। কারণস্বরূপ তিনি বলেন, যদি উক্ত বচনে 'The author of Waverley' এর পরিবর্তে অন্য কোন নাম, ধরা যাক 'C' প্রতিস্থাপিত করা হয়, তাহলে মুল বচনটি হবে 'Scott is C'। এখন যদি 'C' এমন ব্যাক্তির নাম হয় যিনি 'Scott' নন তাহলে বচনটি মিথ্যা হবে। আবার যদি 'C' Scott এরই নাম হয় তাহলে তাহলে বচনটি হবে 'Scott is Scott', যেটি একটি স্বতঃসত্য বচন। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে 'Scott is the author of Waverley' এই বচনটি একটি তথ্যসমৃদ্ধ বচন কিন্তু যদি 'C' Scott এর নাম হয় তাহলে 'Scott is C' তুচ্ছভাবে সত্য। সুতরাং, যদি 'C' কে নাম বলা হয় তাহলে 'Scott is C'-এই বচনটি হয় মিথ্যা হবে, নাহলে স্বতঃসত্য। কিন্তু মূল বচনটি মিথ্যাও নয় আবার স্বতঃসত্যও নয়। তাই বলা যায় 'The author of Waverley'-এই নির্দিষ্ট বর্ণনার স্থলে আমরা কোন নাম প্রতিস্থাপিত করতে পারিনা।[7]

রাসেল তাঁর 'Description' নামক প্রবন্ধে বলেন, কোন নাম হল একটি সরল সংকেত, যার কোন অর্থ থাকে। "A name is a simple symbol (i.e. a symbol which does not have any parts that are symbols), a simple symbol used to designate a certain particular or by extension an object" [8] এই নাম কেবলমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যাবহৃত হতে পারে। এই সরল সংকেতের এমন কোন অংশ থাকেনা যেগুলি আবার সরল সংকেত। এইভাবে 'Scott' এই শব্দটিকে সরল সংকেত বলা যেতে পারে। যদিও শব্দটি বিভিন্ন অক্ষর নিয়ে গঠিত কিন্তু অক্ষরগুলি কোন সংকেত নয়। অপরদিকে 'The author of Waverley' সরল সংকেত নয়, কারণ এই শব্দগুচ্ছটি একাধিক শব্দগুচ্ছের দ্বারা গঠিত এবং এই শব্দগুলিও সংকেত। তাই বলা যায় নির্দিষ্ট বর্ণনাগুলি নাম নয়।[9]

যদিও রাসেল শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন যে, আমরা সাধারন ভাষায় যে অভিব্যক্তিগুলিকে বিশিষ্ট নাম বলি আসলে সেগুলি যৌক্তিক অর্থে বিশিষ্ট নাম নয়। কারন এরূপ অভিব্যক্তিগুলি প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছুকে নির্দেশ করতে পারেনা। রাসেল এরূপ নামকে সুপ্ত বর্ণনা বা Concealed description বলেন। তাঁর মতে, আমরা যখন 'Socrates' এই শব্দটিকে ব্যাবহার করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা কিছু বর্ণনার ব্যাবহার করি। যেমন, 'The teacher of Plato', 'The person whom logicians assert to be mortal', 'The philosopher who drank hemlock' ইত্যাদি। সুতরাং বলা যায় রাসেলের মতে, সাধারন ভাষায় ব্যাবহৃত বিশিষ্ট নামগুলি আসলে প্রচ্ছন্ন বর্ণনা। অবশ্য তিনি কিছু যৌক্তিক অর্থে বিশিষ্ট নামের কথা বলেন। তাঁর

মতে, যৌক্তিক অর্থে ব্যাবহৃত বিশিষ্ট নামের কেবলমাত্র নির্দেশাত্মক ভুমিকা থাকবে অর্থাৎ ঐ নামটির কেবলমাত্র কোন ব্যাক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করার যোগ্যতা থাকবে, এর অতিরিক্ত কোন ভুমিকা থাকবেনা। এরূপ বিশিষ্ট নাম কোন ব্যাক্তি বা বস্তুর কোন প্রকার গুণের প্রকাশ করবেনা। কোন যৌক্তিক অর্থে ব্যাবহৃত বিশিষ্ট নাম কোন ব্যাক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে মাত্র, প্রচ্ছন্ন বা প্রকট কোনভাবেই বস্তুটির বর্ণনা করেনা। তাঁর মতে, 'this', 'that', 'it' ইত্যাদি শব্দগুলি যৌক্তিক অর্থে বিশিষ্ট নাম হিসেবে ব্যাবহার করা যায়।[10]

সুতরাং রাসেলের মতে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব বিশিষ্ট নাম ব্যাবহার করি (যেমন সক্রেটিস, প্লেটো ইত্যাদি) সেগুলি আসলে যৌক্তিক অর্থে বিশিষ্ট নাম নয়। তিনি বলেন, "The first thing to realize about a definite description is that it is not a name."[11] এগুলি বর্ণনার মত কেবলমাত্র কোন কিছুর বর্ণনা দেওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন। তিনি বলেন যে, নির্দিষ্ট বর্ণনা সম্বলিত কোন বিবৃতিতে নির্দিষ্ট বর্ণনার সংশ্লিষ্ট কোন উপাদান থাকেনা। যদি নির্দিষ্ট বর্ণনা সম্বলিত কোন বিবৃতি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, ঐ নির্দিষ্ট বর্ণনাটির বিশ্লেষিত বাক্যে কোন ভুমিকা নেই, অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন রাসেলের মতানুসারে, 'The author of Waverley was Scott'- এই নির্দিষ্ট বর্ণনা সম্বলিত বিবৃতিটির বিশ্লেষণ করা দরকার।

রাসেল দাবি করেন যে, নির্দিষ্ট বর্ণনা সম্বলিত কোন বিবৃতি সরল নয়, এটি একটি জটিল বিবৃতি। এরূপ কোন বিবৃতিকে বিশ্লেষণ করলে এর জটিলতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। 'The author of Waverley was Scott'- এই বিবৃতিটি এরূপ বর্ণনা দেয় যে, প্রথমতঃ যে কেউ একজন অয়েভারলি লিখেছেন। যদি কেউই গ্রন্থটি না লিখে থাকেন তাহলে বাক্যটি একটি মিথ্যা বচন প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ কেবলমাত্র একজন ব্যাক্তিই গ্রন্থটি লিখেছেন। যদি দুই বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাক্তি গ্রন্থটি লিখত তাহলে ঐ বাক্যটি পুনরায় মিথ্যা বচনের প্রকাশ করত। তৃতীয়তঃ যে গ্রন্থটি লিখেছেন সেই ব্যাক্তিটি হলেন স্কট। এই তিন প্রকার বিবৃতিকে ইংরেজিতে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ

1. At least one person wrote Waverley.
2. At most one person wrote Waverley.
3. Whoever wrote Waverley was Scott.

'The author of Waverley was Scott'- এই বাক্যটি ঐ তিনটি বিশ্লেষিত বাক্যের ইঙ্গিত বহন করে এবং একইভাবে বিশ্লেষিত তিনটি বাক্যের সমষ্টি মুল বাক্যের ইঙ্গিত বহন করে। সুতারাং, উক্ত তিনটি বিশ্লেষিত বচনের সমষ্টিকে মুল বাক্যের অর্থের সংজ্ঞা বলা যেতে পারে।[12]

উক্ত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উক্ত বাক্যের নির্দিষ্ট বর্ণনা নির্দেশক শব্দগুচ্ছ 'The author of Waverley' মুল বাক্যে অংশ নিলেও তা বিশ্লেষিত বাক্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুতরাং, যেহেতু বিশ্লেষিত বাক্যগুলি মুল বাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে, সেহেতু বলা যায়, 'The author of Waverley' – এই শব্দগুচ্ছটি মুল বাক্যের কোন প্রয়োজনীয় উপাদান নয়। রাসেল তাঁর প্রবন্ধ 'Reference and Description' -এ বিষয়টি এইভাবে উপস্থাপন করেন।

> "The author of Waverley is not a constituent of the proposition at all. There is no constituent really there corresponding to the descriptive phrase."[13]

রাসেলের মতে, 'The author of Waverley was Scott'-এই মূল বাক্যটি সুগঠিত উদ্দেশ্য-বিধেয় আকারের যৌক্তিক দিক থেকে সুগঠিত বাক্য বলে মনে হয় এবং 'The author of Waverley'-এই

শব্দগুচ্ছটি উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। আসলে ব্যাপারটি তা নয়, বাক্যটির এরকম ব্যাকরণগত গঠন আপতিক এবং এই আপতিকতার কারনেই এই নির্দিষ্ট বর্ণনাটি কোন বিশেষ ব্যাক্তিকে নির্দেশ করে বলে মনে হয়। বাক্যটির প্রকৃত ব্যাকরণগত গঠন উদ্দেশ্য-বিধেয় আকারের নয়। বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে সাত্তিক বাক্য (existential sentence) এবং এরূপ বাক্যে নির্দিষ্ট বর্ণনা-বোধক শব্দগুচ্ছটি বাক্যটির উদ্দেশ্যের স্থানে মোটেই থাকেনা। রাসেলের মতে, নির্দিষ্ট বর্ণনা-বোধক শব্দগুচ্ছ (যেমন উক্ত বাক্যটির ক্ষেত্রে 'The author of Waverley') -টির উদ্দেশ্য-অভিব্যাক্তির মত প্রতিভাত হওয়াটাই হল প্রতারনামুলক। তাঁর মতে, নির্দিষ্ট বর্ণনা-বোধক শব্দগুচ্ছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে এবং তা হল, এরুপ অভিব্যাক্তিগুলি আসলে বিধেয় অভিব্যাক্তি। এই অভিব্যাক্তি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিকে নির্দেশ করেনা। অবশ্য রাসেলের মতে, ঐ প্রকারের অভিব্যাক্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির উপর কতগুলি গুণের আরোপ করে।

রাসেল দাবি করেন যে, যেহেতু নির্দিষ্ট বর্ণনাগুলি কোন ব্যাক্তি বা বস্তুর উপর একটি নির্দিষ্ট গুনের আরোপ করে সেহেতু নির্দিষ্ট বর্ণনাকে বিধেয় অভিব্যাক্তি (Predicative expression) বলা যায়। এই প্রকার অভিব্যাক্তিগুলি অসম্পুর্ন (incomplete), আর অসম্পুর্ন অভিব্যাক্তি বলেই ভাষার যৌক্তিক ব্যাকরণে এগুলির একটি ভিন্ন অবস্থান রয়েছে। এগুলির নিজস্ব কোন অর্থ নেই এবং কোন প্রেক্ষিত নিরপেক্ষভাবে এগুলির কোন ব্যাবহার করা যায়না। কোন ব্যাক্তি বা বস্তুকে (object) যদি পুর্ব থেকে কোন নাম দ্বারা নির্দেশিত করা হয়ে থাকে, তাহলে ঐ বস্তুকে ঐরূপ অসম্পুর্ন অভিব্যাক্তিগুলি কোন প্রেক্ষিতে ব্যাবহৃত হয়েই কেবলমাত্র, নির্দেশ করতে পারে।

রাসেল তাঁর 'On Denoting' নামক প্রবন্ধে কোন বাস্তব Object- এর বর্ণনা করেনা এমন নির্দিষ্ট বর্ণনা-র সম্বন্ধে একটি সমস্যার উল্লেখ করেছেন। ধরা যাক, 'A differs from B'- এই বচনটি প্রদত্ত। এখন যদি বচনটি সত্য হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, 'The difference between A and B subsists'। কিন্তু যদি বচনটি মিথ্যা হয় তাহলে বচনটিকে এরূপ বলা যেতে পারে ''The difference between A and B does not subsist' কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হল কোন একটি অবাস্তব বিষয় (non-object) কোন বচনের উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যাবহৃত হয়?

সুতরাং আমাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কোন বাচ্যার্থহীন (denotationless) নির্দিষ্ট বর্ণনা সম্বলিত কোন বিবৃতি সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারিনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'The present king of France is bald'- এই বিবৃতিটিকে অর্থহীন বিবৃতি বলে আমাদের মনে হয়, এর কারণ হল বচনটির বিধেয় অভিব্যাক্তি 'bald' সেই ব্যাক্তির সম্পর্কে কিছু ঘোষণা (assert) করে, যার কোন অস্তিত্ব বাস্তবে নেই। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা-ব্যাবহারে আমাদের মনে হতে পারে যে, বচনটির অর্থ (meaning) সম্পর্কে কিছু বলা যায়না অর্থাৎ বচনটি সত্য না মিথ্যা এরূপ বলা যায়না। কিন্তু রাসেল বলেন যে, এরূপ বিবৃতি অর্থপূর্ন হতে পারে এবং নির্দিষ্ট বর্ণনা যে কেবলমাত্র বাস্তব অস্তিত্বশীল ব্যাক্তি বা বস্তুর বর্ণনা দেবে এমন কোন আবশ্যকতা নেই।

এরূপ বিবৃতির অর্থপূর্ণর্তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাইনং (Meinong) এর কথা উল্লেখ্য। মাইনং (Non-actual) অবাস্তব বস্তুর একটি শ্রেনী স্বীকার করেন। তাঁর মতে, এই অবাস্তব বস্তুগুলি নির্দেশিত হয় শূন্য পদ (Empty term) এর দ্বারা। মাইনং-এর মত অনুসারে, 'The golden mountain', 'The round figure' ইত্যাদি অবাস্তব বস্তু সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারি এবং কোন সত্য বচনের উদ্দেশ্য হিসেবে এরূপ

অভিব্যাক্তিগুলি ব্যাবহার করতে পারি। তাঁর মতে, আমরা এমন বিবৃতি গঠন করতে পারি, যে বিবৃতিতে 'The golden mountain' হল যৌক্তিক উদ্দেশ্য। যদিও সোনার পাহাড়ের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তিনি বলেন যে, যদি কোন ব্যাক্তি এরূপ বলেন যে, 'The golden mountain does not exist' তাহলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এমন কিছু আছে (যার সম্পর্কে ঐ ব্যাক্তি কিছু বলছে) যা অনস্তিত্বশীল এবং এটি হল সোনার পাহাড়। সুতরাং 'সোনার পাহাড়'-এর অবাস্তব অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতেই হয়, অন্যথায় উক্ত বচনটির সত্যমুল্য সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হয়না।

যদি 'The difference between A and B does not subsist'-এই বচনটি সত্য হয়, তাহলে বচনটির দ্বারা এরূপ দাবি করা হয় যে, নির্দিষ্ট বর্ননা-বোধক শব্দগুচ্ছ 'The difference between A and B'- এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যদি বিবৃতিটিকে অর্থপূর্ন হতে হয় তাহলে নির্দিষ্ট বর্ননা- বোধক শব্দগুচ্ছটিকে অবশ্যয় কোন বস্তুর (Object) কথা বলতে হবে, অর্থাৎ কোন বস্তুকে নির্দেশ করতে হয়। এক্ষেত্রে সমস্যা হল, কিভাবে এরূপ দুটি পরস্পর বিরোধী দাবি সম্ভবপর হয়ে থাকে।

কোন বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা মানেই হল ঐ বস্তুর সম্পর্কে কিছু বলা। কিন্তু যদি আমরা ঐ বস্তু সম্পর্কে কিছু বলতে পারি তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, ঐ বস্তুর অস্তিত্ব আবশ্যিক। এক্ষেত্রে সমস্যা হল কিভাবে নঞর্থক অস্তিত্ববাচক বিবৃতির সত্যতা ব্যাখ্যা করা যায়? এই সমস্যাটি নঞর্থক অস্তিত্ববাচক বিবৃতির সমস্যা। রাসেল এই সমস্যাটির সমাধান করেছেন। সমাধানটির আলোচনার পূর্বে কোন নির্দিষ্ট বর্ননার কোন বিবৃতিতে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে Primary এবং Secondary occurrence-এর মধ্যে পার্থক্যটি আলোচনা করা আবশ্যক।

যদি কোন বিবৃতি একটি নির্দিষ্ট বর্ননা দিয়ে শুরু হয়, যে নির্দিষ্ট বর্ননাটির পরিধি বিবৃতিটির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহলে সেই বিবৃতিতে ঐ নির্দিষ্ট বর্ননার Primary occurrence আছে বলা হয়। যেমন, 'The present king of France is wise'-এই বিবৃতিটি বিশ্লেষিত করে সংযৌগিক চিহ্ন দ্বারা যুক্ত করলে পাই

(∃x) {[Kx. (y) (Ky > y= x)]. Sx}

এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বর্ননা 'The present king of France'-এর ঐ বিবৃতিতে Primary occurrence ঘটেছে। যেহেতু এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বর্ননা 'The present king of France'-এর পরিধি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং এই পরিধি বিবৃতিটির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

অপরদিকে, যদি কোন একটি যৌগিক বিবৃতির কোন একটি অংশ বিবৃতিতে একটি সুনির্দিষ্ট বর্ননা ব্যাবহৃত হয়, তাহলে ঐ বিবৃতিতে সুনির্দিষ্ট বর্ননাটির Secondary occurrence আছে বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি নঞর্থক বচনে নিষেধকের বা একটি প্রাকল্পিক বচনে প্রশক্তি (Implication) এর পরিধি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক হয় এবং এই পরিধি বিবৃতিটির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, আর নির্দিষ্ট বর্ননাটির পরিধি যদি নিষেধকের বা Implication-এর পরিধির অন্তর্গত হয়, তাহলে বিবৃতিটিকে নির্দিষ্ট বর্ননাটির Secondary occurrence আছে বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 1. It is not the case that the author of Gitanjali is Saratchandra. বা 2. If the present Prime Minister is wise, someone will be unhappy. -এই বিবৃতি দুটিতে নির্দিষ্ট বর্ননা 'The author of Gitanjali' বা 'The Present Prime Minister' -এর Secondary occurrence আছে। যেহেতু ঐ বিবৃতি দুটিতে যথাক্রমে 'It is not the case

that' এবং 'If … then …' বিবৃতি দুটির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং নির্দিষ্ট বর্ননা দুটির পরিধি 'It is not the case that' এবং 'If … then …'-এর পরিধির অন্তর্গত।[14]

রাসেলের মতানুসারে, কোন কিছুকে নির্দেশ করেনা এমন নির্দিষ্ট বর্ণণার যদি কোন বিবৃতিতে Primary occurrence থাকে তাহলে বিবৃতিটি সদর্থক বা নঞর্থক যাই হোক না কেন বিবৃতিটি মিথ্যা হবে। অপরদিকে যদি ঐরূপ কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার কোন বিবৃতিতে Secondary occurrence থাকে তাহলে বিবৃতিটি সত্য ও মিথ্যা উভয়ই হতে পারে।

এখন রাসেলের মতানুসারে নঞর্থক অস্তিত্বসূচক বিবৃতির সমস্যাটির সমাধান প্রসঙ্গে 'The difference between A & B does not exist'-এই বিবৃতিটির সত্যমূল্য বিচার করা যাক। উক্ত বিবৃতিটির সত্যমূল্য নিরূপনের পূর্বে 'The difference between A & B exists'-এই বিবৃতিটিকে সাংকেতীকরণ করলে পাইঃ (∃x) [(x is a difference between A & B) . (y) (y is a difference between A & B) > y= x)]

এই বিবৃতিটি মিথ্যা, যেহেতু এই বিবৃতিতে 'The difference between A & B'- এই নির্দিষ্ট বর্ণনাটি কোন কিছুকে নির্দেশ করেনা এবং বিবৃতিটিতে এই নির্দিষ্ট বর্ণনাটির Primary occurrence আছে। আর এই বিবৃতিটি মিথ্যা বলে এর অস্বীকৃত বিবৃতি অর্থ্যাৎ 'The difference between A & B does not exist' অবশ্যই সত্য হবে।

সুতরাং 'The difference between A & B does not exist'-এর মত নঞর্থক অস্তিত্বসূচক বিবৃতিগুলির সত্যমূল্য সত্য থাকতে পারে অর্থ্যাৎ এরূপ বিবৃতিও অর্থপূর্ণ হতে পারে। যদিও এরূপ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বর্ণনাটির কোন অর্থ নেই। এইভাবে রাসেল প্রমাণ করেন যে, কোন অর্থের নির্দেশ করেনা এমন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা সম্বলিত বিবৃতিগুলি অর্থপূর্ণ হতে পারে এবং সুনির্দিষ্ট বর্ণনাগুলির সর্বদা বাস্তব অর্থের নির্দেশকতার প্রয়োজন নেই।

পাশ্চাত্য ভাষাদর্শনের ইতিহাসে রাসেলের বর্ণনাতত্ত্ব যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে চলেছে। তবে এই বর্ণনাতত্ত্বের বিপক্ষে অনেকে বিভিন্ন যুক্তিতর্কের অবতারনা করেন। যেমন গটলব ফ্রেগের কথা বলা যায়। নির্দিষ্ট বর্ণনাগুলি বিশিষ্ট নাম নয়- রাসেলের এরূপ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ফ্রেগে যুক্তি দেন। ফ্রেগে নির্দিষ্ট বর্ণনাকে বিশিষ্ট নাম বলেছেন। যুক্তিস্বরূপ বলেন, বিশিষ্ট নামের মতই নির্দিষ্ট বর্ণনাগুলির একটি নির্দিষ্ট অর্থ (Sense) এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি Reference থাকে। তিনি এপ্রসঙ্গে বলেন "… by 'sign' and 'name' I have here understood any designation representing a proper name, which thus has as its reference a definite object (this word taken in the widest range),…"[15] ফ্রেগের মতে, কোন বিশিষ্ট নামের Reference হল ঐ নামের দ্বারা নির্দেশিত ব্যাক্তি বা বস্তু (Object) এবং তার Sense হল ঐ ব্যাক্তি বস্তুকে উপস্থাপনের ধরন। তাঁর মতে, 'The teacher of Plato'- এই নির্দিষ্ট বর্ণনাটি 'Aristotle'-এই বিশিষ্ট নামের মতই একটি বিশিষ্ট নাম, কারন উভয় অভিব্যাক্তিই গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে নির্দেশ করে এবং তারা হল অ্যারিস্টটল নামধারী দার্শনিকের উপস্থাপনের দুই রকম ধরন অর্থাৎ উভয় অভিব্যাক্তিরই একটি নির্দিষ্ট Sense এবং Reference আছে।

তাছাড়া ফ্রেগের মতে, সুনির্দিষ্ট বর্ণনাগুলি বিশিষ্ট নামের মত এক ধরনের সম্পূর্ণ অভিব্যাক্তি। ফ্রেগে অভিব্যাক্তিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করেন, যথা-সম্পূর্ণ অভিব্যাক্তি এবং অসম্পূর্ণ অভিব্যাক্তি। তাঁর মতে, সম্পূর্ণ অভিব্যাক্তি হল সেই অভিব্যাক্তি যেগুলি নিজে নিজে সম্পূর্ণ অর্থাৎ যে অভিব্যাক্তিগুলি অন্য কোন অভিব্যাক্তির সাহায্য ছাড়াই কোন বাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যাবহৃত হতে পারে এবং সম্পূর্ণ অভিব্যাক্তিগুলি কোন না কোন ব্যাক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভিব্যাক্তিগুলি হল তার দ্বারা নির্দেশিত ব্যাক্তি বা বস্তুর 'নাম', ফ্রেগে এই 'নাম' বলতে বিশিষ্ট নামকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে বিশিষ্ট নামের মতই নির্দিষ্ট বর্ণনাগুলিও কোন না কোন Object-কে নির্দেশ করে এবং অন্য কোন অভিব্যাক্তির সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে কোন বাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যাবহৃত হতে পারে। তাই তিনি বিশিষ্ট নাম ও নির্দিষ্ট বর্ণনার মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। তাঁর মতে, নির্দিষ্ট বর্ণনাগুলিও এক প্রকার বিশিষ্ট নাম।

তথ্যসূত্র:

1. B.Russell. 'The Problem of Philosophy' p-72
2. Ibid, p-72
3. Ibid., pp-73-74
4. Ibid., p-75
5. Ibid., p-75/ B.Russell. The Philosophy of Logical Atomism. Routledge, London and New York.2009.
6. B.Russell. The Philosophy of Logical Atomism. Routledge, London and New York. 2009. p-81.
7. Ibid, p-80
8. Ibid, pp-82-83
9. Ibid, p-80
10. Ibid, p-79
11. Ibid, p-80
12. Ibid, pp-86-87
13. Ibid, p-85
14. Irving M. Copi. Symbolic Logic. Phi Learning private Limited. Delhi. 2014. p-149
15. P.Geach and M.Black. Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. Basil Blackwell Oxford, 1960. p-57.